যুগান্তর

তারিখ 07 APR 2014
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ

পটুয়াখালী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়টি এখন অনিয়মের কারখানায় পরিণত হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শংকর কুমার পালের কাছে নিয়মনীতির কোনো বালাই নেই। অনিয়ম, দুর্নীতি, মাসোয়ারা, টিফিনের টাকা ও পরীক্ষার টিউশন ফি আত্মসাৎ এবং একই স্কুলে দীর্ঘ ১৫/২০ বছর ধরে চাকরি করা কিছু শিক্ষকের সঙ্গে আঁতাত করে স্কুলটিতে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করে ফেলছেন বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। তাছাড়া চলতি বছরের ৪ মাস অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত ক্লাস রুটিন দিতে পারেনি। সরকারি নীতিমালা এবং প্রজ্ঞাপন পাশ কাটিয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের তুচ্ছ ও উপেক্ষা করে ২০/২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ক্লাস শিক্ষক দিয়ে থাকেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, দীর্ঘ ২২ বছর ধরে একই স্কুলে চাকরি করেন একজন সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক তিনি পাঠদান করেন দশম শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ে কারণ ইংরেজি পড়ালেই প্রাইভেট পড়ানো যায়। একই স্কুলে ২০ বছর ধরে চাকরি করেন কৃষি বিজ্ঞানের শিক্ষক মোঃ হাবিবুর রহমান ক্লাস করেন নবম শ্রেণীর গণিত ও রসায়নের। একই স্কুলে ১৭ বছর ধরে চাকরি করেন সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক মোঃ আশ্রাব হোসেন খান ক্লাস করেন ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর ইংরেজির একইভাবে কৃষি বিজ্ঞানের শিক্ষক মোবারক হোসেন ক্লাস করেন ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে গণিত বিষয়ে। এভাবে একাধিক শিক্ষক এক বিষয়ের শিক্ষক হয়ে অন্য বিষয়ে জোরপূর্বক পাঠদান করে আসছেন বলে অভিযোগে বলা হয়। কারণ এসব বিষয় পড়ালেই প্রাইভেট পড়িয়ে টাকা কামানো যায়। আর এ কাজের সহয়োগিতা করছেন প্রধান শিক্ষক শংকর কুমার পাল।

অভিযোগ রয়েছে শিক্ষক মোবারক হোসেন ৭ম শ্রেণীতে একাই গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞানের ক্লাস টিচার হয়ে শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে প্রাইভেট বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ সরকারি প্রজ্ঞাপনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক দিয়ে অবশ্যই ওই বিষয়ের ক্লাস পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু সরকারি নীতিমালা উপেক্ষা করে ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে অনার্স/মাষ্টার্সধারী শিক্ষক থাকাসত্ত্বেও তাদের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান শিক্ষা কারিকুলামে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের যার যার বিষয়ের ওপর সৃজনশীলভাবে পড়ানোর জন্য ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। অথচ এ সৃজনশীল পদ্ধতিতে দেখাপড়ার যুগে কিভাবে এক বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয়ে পড়ান তা অভিভাবকরা জানতে চান।

এব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শংকর কুমার পাল যুগান্তরকে বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট। স্কুলের সব আয়-ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে করা হয়। ২ মাস আগে অডিট হলেও তাতে কোনো অনিয়ম ধরা পড়েনি। তিনি বলেন, রুটিন ছাড়া স্কুল চালানো সম্ভব নয়। গত বছরের রুটিন অনুযায়ী ক্লাস চলছে। নানা কারণে এ বছর নতুন রুটিন দিতে দেরি হয়েছে। এক বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে অন্য বিষয়, পড়ানো সম্পর্কে তিনি বলেন, শিক্ষক স্বল্পতা ও রুটিন সমন্বয় করতেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।